চিজকেক ডে

নানা ধরনের কেকের মধ্যে চিজকেকের স্বাদ অনেকটাই আলাদা। এই কেক খেতে অনেকটাই পুডিংয়ের মতো। প্রতিবছর ৩০ জুলাই চিজকেক ডে উদযাপন করা হয়।

নিয়ম ভাঙল বিধান মার্কেট

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শহরে করোনা সংক্রমণ রুখতে সপ্তাহে একদিন শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

minu®
LADIES KURTIES
@250/-
Pooja HINDUSTAN®
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

সেইমতো কবে কোন বাজার বন্ধ থাকবে তা ঠিক করেছে বিভিন্ন বাজার কমিটি। বৃহস্পতিবার করে বিধান মার্কেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে বাজার কমিটিই এই দিন ঠিক করেছিল। কিন্তু প্রথম বৃহস্পতিবারই নিয়ম ভাঙলেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসন বিষয়টির ওপর নজর না দেওয়ায় তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিন সকাল থেকে বিধান মার্কেটের সবজি বাজার, ফল বাজার, মাছ বাজার সহ অন্য দোকান বন্ধ ছিল। কিন্তু সকাল থেকে বেলা প্রায় ১টা পর্যন্ত খোলা থাকল বিধান মার্কেটের চাতাল বিল্ডিংয়ের ৯০ শতাংশ দোকান। আর পাঁচ দিনের মতো দিব্যি ব্যবসা করছিলেন ব্যবসায়ীরা। দুপুর ১টার পর ঘটনাস্থলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিকে দেখেই তড়িঘড়ি দোকান বন্ধ করলেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু কেন তাঁরা নিয়ম ভাঙলেন তার উত্তর নেই ব্যবসায়ীদের কাছে।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায়মুহুরি বলেন, 'প্রশাসনের নির্দেশে জেলা শাসকের সঙ্গে বসে বৈঠক করে কোন বাজার কবে বন্ধ থাকবে তা ঠিক করা হয়। শহরবাসীর স্বার্থে নির্দেশ মানতে হবে। প্রশাসনকেও বলব বাজারে নজরদারি বাড়াতে। নিজেরাও নজরদারি শুরু করব।'

একই ছবি ডিআই ফান্ড মার্কেটের একাংশের। সেখানেও বেশ কিছু দোকান এদিন খোলা ছিল। অন্যদিকে, বাকি বাজারে ব্যবসায়ীরা দোকান না খুললেও দোকানের সামনে বসে আড্ডা দিতে দেখা যায়। এদিকে, বৃহস্পতিবার যেসব বাজার বন্ধ ছিল প্রশাসনের তরফে সেইসব বাজার এদিন স্যানিটাইজ করা হয়েছে।

বিধান মার্কেটের একাংশে যখন চলছে স্যানিটাইজেশন, তখন আরেক অংশে খোলা দোকানপাট। বৃহস্পতিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য ও রাহুল মজুমদার

স্বাস্থ্যকর্তার নির্দেশ কার্যকর হয়নি

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় কোভিড টিকা নিয়ে খুব বেশি অভাব-অভিযোগ না থাকলেও শিলিগুড়িতে প্রতিদিনই টিকার জন্য মানুষকে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে জড়াতে হচ্ছে। এর প্রথম এবং প্রধান কারণই হচ্ছে টিকা দেওয়া নিয়ে অব্যবস্থা। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি শহরের? উত্তর খুঁজলেন **রণজিৎ ঘোষ**।

টিকা ভোগান্তি

শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই টিকাকরণ নিয়ে সমস্যা চলছে। টিকার জন্য মানুষ দিনের পর দিন কোভিড ভ্যাকসিনেশন সেন্টার (সিভিসি)-এ ছুটছেন, কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরছেন। ইদানীং হাহাকার এতটাই বেড়েছে যে, মানুষ আগের দিন দুপুর থেকেই সিভিসির সামনে লাইন দিচ্ছেন, যাতে পরদিন সকাল সকাল টিকা পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আবার দূরদূরান্তের বহু মানুষ তিন-চারদিন ধরে থেকে টিকা নিচ্ছেন।

নির্দেশমতো কাজ হয়নি

কিন্তু শিলিগুড়িতে সুশান্তবাবু বৈঠক করে ওই নির্দেশ দেওয়ার এক সপ্তাহ পরেও তা বাস্তবায়নের কোনও লক্ষণ নেই। তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত দু'তিনটি ওয়ার্ডে প্রাক্তন কাউন্সিলারদের তদারকিতে পুরনিগম শিবির করে কিছু মানুষকে টিকা দিলেও অন্য ওয়ার্ডে এখনও সেই প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি।

কে কী বলছেন

শিলিগুড়িতে বর্তমানে প্রচুর ভ্যাকসিন রয়েছে। একটু সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করলে মানুষের আর কোনও ভোগান্তি থাকে না।

–সুশান্ত রায় ওএসডি, উত্তরবঙ্গ

যত চাহিদা রয়েছে সেইমতো টিকার জোগান নেই।

– রঞ্জন সরকার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য

ওয়ার্ড ধরে ধরে টিকাকরণ করা সম্ভব নয়। আমরা পাঁচটি বরো এলাকা ধরে টিকাকরণ করাচ্ছি।

–সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া, পুরনিগমের কমিশনার

টিকা দুর্ভোগে শিলিগুড়ি

অসহায় স্বাস্থ্য দপ্তর

শোনা যাচ্ছে, রাজনীতির অনুপ্রবেশের জেরেই শিলিগুড়িতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ সুশান্ত রায় একরকম নির্দেশ দিচ্ছেন, শিলিগুড়িতে পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ডের দায়িত্বে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা অন্যরকমভাবে টিকাকরণ চালাতে চাইছেন। দুয়ের মাঝে পড়ে কার্যত অসহায় স্বাস্থ্য দপ্তর।

টিকা-জট দূর করার চেষ্টায়

১৯ জুলাই শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওএসডি ডাঃ সুশান্ত রায়। জলপাইগুড়ি মডেল অনুসরণ করে এখানেও ওয়ার্ডভিত্তিক টিকাকরণের কথা বলেছিলেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে নোডাল অফিসার ঠিক করে তাঁর মাধ্যমে ওয়ার্ডের প্রতিটি পরিবারের তালিকা তৈরি করা এবং রোটেশনের ভিত্তিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে টিকাকরণ করা হবে। সেইসঙ্গে পুরোটাই যাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে হয় সেটাও বলা হয়েছিল।

ফের ঝামেলা

এদিন টিকা নিয়ে মাতৃসদনে গণ্ডগোল হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও লাইনে দাঁড়িয়েও টিকা না পেয়ে শুক্রবার টিকা পাওয়ার আশায় রাত জেগেছেন।

কত টিকাকরণ

দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পন্নমবলম জানান, জেলায় বুধবার পর্যন্ত মোট ৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৩০ জন টিকা পেয়েছেন। এরমধ্যে শুধু প্রথম ডোজ পেয়েছেন ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৭৭ জন। দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৫৩ জন।

ছবিগুলি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য ও সুব্রত বর্মন

৯ রোগীই এখন সমস্যা

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই : ওঁদের অনেকেই বলতে পারেন না নিজেদের নাম। জানা নেই বাড়ি-ঠিকানা। প্রায় ছ'মাসের বেশি সময় ধরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পাঁচতলার একটি ওয়ার্ডে রয়েছেন তাঁরা। দু'বেলা হাসপাতালের তরফে তাঁদের খাবারও দেওয়া হচ্ছে।

ওঁরা প্রত্যেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় কখনও একে অপরকে খাবার ছুড়ে মারছেন, কখনও বা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করছেন। তাঁদের আক্রমণের হাত থেকে বাদ যাচ্ছেন না হাসপাতালের কর্মীরাও। সম্প্রতি হাসপাতালের এক সাফাইকর্মী তাঁদের ঘর পরিষ্কার করতে গেলে তাঁকেও মারধর করেন ওঁরা। মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় ওঁরা কেউই সঠিকভাবে শৌচাগার ব্যবহার করছেন না। ফলে অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকছে থাকার জায়গা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের থাকার জায়গা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোয় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পাশে থাকা সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের রোগী এবং তাঁদের পরিজনরা। এই মানুষগুলোকে আলাদাভাবে অন্যত্র রাখার দাবি তোলেন তাঁরা।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা এক রোগীর আত্মীয় গৌরী সাহা

> বিভিন্ন সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এইসব মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে যায়। এঁরা প্রত্যেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন। আমরা দেখছি, ওঁদের অন্যত্র কোথাও রাখার ব্যবস্থা করা যায় কি না।
>
> **–গয়ারাম নস্কর** *সুপার জেলা হাসপাতাল, জলপাইগুড়ি*

বলেন, 'ওই ঘর থেকে এতটাই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে যে, পাশের ওয়ার্ডে টেকা দায় হয়ে যাচ্ছে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে কোনও সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে।' অপর রোগীর আত্মীয় নীহার সরকার বলেন, 'সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে যেতে হলে ওই ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়। ওইসব ব্যক্তি অনেক সময় আমাদের ব্যাগ ধরে টানাটানি করেন।'

জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, 'বিভিন্ন সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এইসব মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে যায়। এঁরা কেউই নিজেদের নাম-পরিচয় বলতে পারছেন না। এঁরা যেহেতু নিজেদের অজান্তেই ওয়ার্ড অপরিষ্কার করে ফেলেন, তাই তাঁদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতেও অনেক সময় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমরা দেখছি, ওঁদের অন্যত্র কোথাও রাখার ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পুরুষ সার্জিক্যাল বিভাগের পাশে একটি আলাদা ঘরে ৯ জন এমন ব্যক্তি রয়েছেন। প্রথম অবস্থায় অসুস্থ থাকার কারণে তাঁদের সব ধরনের চিকিৎসা করা হয় হাসপাতালের তরফে। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর কেউ আর তাঁদের খোঁজ নিতে আসেন না।

চরম অস্বাস্থ্যকর ৭ নম্বর ওয়ার্ড

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই : পরিস্রুত পানীয় জলের ট্যাপের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে নালার জল। শুয়োরের পাল ঢুকে পড়ছে ঘরে। এমনই অবস্থা জলপাইগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের। কোভিড আবহেও এলাকায় চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রায় দু'হাজার মানুষ।

স্থানীয় পান ব্যবসায়ী অমল দাসের অভিযোগ, নালার জল ঢুকে পড়ছে ঘরেও। ভারী বৃষ্টি হলে জল চৌকির নীচ দিয়ে যায়। তাঁর বক্তব্য, ওয়ার্ডের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অথচ পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই।' আরেক বাসিন্দা বলাই ঘোষের বক্তব্য, 'আমাদের ঘরে যেমন জলকাদা রয়েছে, তেমনই শুয়োরের পাল রয়েছে। শুয়োরের সঙ্গে আমাদের সহাবস্থান করতে হচ্ছে।'

যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'পুরো এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।'

© 0353-2511244
email : imageprinterslg@gmail.com
Image Printer
An ISO 9001:2015 Certified
FLEX PRINTING
ECO PRINTING OFFSET PRINTING
LED BOARD GLOWSIGN BOARD
CALL : 9832422144 | 9475616291
www.imageprinter.in
Nivedita Road, Pradhan Nagar, Siliguri-03

বহুরূপী সেজে টাকা ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির সেবক রোডের বিশাল সিনেমাহলের সামনে থেকে এক যুবকের টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল। অভিযোগ বহুরূপীদের দিকে। যদিও পুলিশের সহযোগিতায় ওই যুবক টাকা ফেরত পান।

এদিন সেবক রোড থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় ৩ নম্বর লেনের বাসিন্দা সূর্যদীপ্ত আচার্য। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় সেবক রোডে কয়েকজন বহুরূপী তাঁর পথ আটকে সাহায্যের নামে টাকা চান। তিনি পকেট থেকে টাকা বের করতেই, বহুরূপীরা তাঁর হাত থেকে দুটি পাঁচশো টাকার নোট ছিনিয়ে নেয়। টাকা ফেরত চাইলে তা দিতে বহুরূপীরা অস্বীকার করে। উলটে ওই যুবককে ভয় দেখানোর জন্য হাতের মুঠোয় টাকাগুলি চেপে ধরে মন্ত্র পড়তে থাকে এবং টাকা দেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় এবং টাকা নিয়ে চলে যায়।

এমন অবস্থায় কথা না বাড়িয়ে সূর্যদীপ্ত বিশাল সিনেমাহলের মোড়ে ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারস্থ হন। এরপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ওই বহুরূপীদের আশপাশের এলাকা থেকে খুঁজে বের করে টাকা উদ্ধারে সমর্থ হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে ওই যুবক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। ঘটনায় শিলিগুড়ির পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সূর্যদীপ্ত।

নকল নথি, ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : নকল ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি পুলিশ। ধৃতরা হল শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিপ্লব দাস ও মহানন্দাপাড়ার সৌভিক ঘোষ। বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি আদালতের উলটোদিকের একটি দোকান থেকে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ শুক্রবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তুলে অনুমতি নিয়ে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

জটিল অস্ত্রোপচার সুপারস্পেশালিটিতে

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই : একদিকে বিরলতম রোগ। তার ওপর জটিল অস্ত্রোপচার। আবার উপযুক্ত শল্য চিকিৎসক না হলে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর প্রাণসংশয় হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার ঝুঁকিপূর্ণ জটিল অস্ত্রোপচার করা হল জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে।

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর জানান, রোগী প্যারাডুয়োডেনাল হার্নিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এটা পেটের ভেতরে ডানদিকে হয়েছিল। এই ধরনের অস্ত্রোপচার শুধুমাত্র বড় জায়গাতেই হয়ে থাকে। সেদিক থেকে জেলা হাসপাতালের মতো জায়গায় এই জটিল অস্ত্রোপচার জেলার জন্য সম্মানের এবং সাধারণ মানুষের কাছেও জেলা হাসপাতালের প্রতি বিশ্বাস আরও বাড়বে বলেই তিনি মনে করছেন।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, চলতি মাসের ১০-১২ তারিখ নাগাদ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ময়নাগুড়ি রোডের উত্তর ডাঙ্গাপাড়ার ষাটোর্ধ্ব গদাধর রায়। এদিন গদাধরবাবুর ছেলে বিপ্লব রায় বললেন, 'বাবা মুটের কাজ করতেন। ১০-১২ বছর থেকে পেটে

জলপাইগুড়ি

সমস্যা তৈরি হয়। কিছু খেলেই বমি করেন, সঙ্গে অসহ্য ব্যথা। আবার খাওয়ার পরেই নাভির চারপাশ কেমন যেন ফুলে ওঠে। এই সমস্যা নিয়ে এত বছর বহু ডাক্তার দেখিয়েছি। ওষুধ খেলে কম থাকে, বন্ধ করলে যে-কে-সেই। এই মাসের ১০-১২ তারিখ নাগাদ হঠাৎ করে বাবার পেটে ব্যথা হওয়ায় সুপারস্পেশালিটিতে এনে শল্য চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডলের অধীনে ভর্তি করা হয়।

ওই শল্য চিকিৎসক জানান, হার্নিয়া সাধারণত শরীরের বাইরে হয়ে থাকে। কিন্তু এই হার্নিয়া পেটের ভেতরে, তাও আবার ডানদিকে, যা অত্যন্ত বিরল। জন্মগতভাবে শারীরিক ত্রুটি থাকায় ক্ষুদ্রান্ত্রের সমস্ত অংশ একটি থলের মধ্যে দলা পাকিয়ে থাকে। তার জন্যই পেটে ব্যথা, বমি, হজমের অসুবিধে এবং শরীরিক অপুষ্টিতে ভোগেন ওই রোগী। আর এর অস্ত্রোপচার অত্যন্ত জটিল, রোগীর প্রাণসংশয়ও থাকে। পাশাপাশি রোগ নির্ণয় করাও দুরূহ। তবে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং রোগী বর্তমানে ভালো আছেন।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই অস্ত্রোপচারে একটি টিম কাজ করেছিল। সেখানে শল্য চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডল ছাড়াও শল্য চিকিৎসক সৌভিক দেবনাথ, অ্যানাস্থেটিস্ট ডাঃ সুব্রত বর্মন, দুজন অভিজ্ঞ নার্স সহ প্রায় ৫ জন ছিলেন।

বিদ্যুৎ ভোগান্তি অব্যাহত

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : বৃহস্পতিবারও বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরা সর্বত্রই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের একই ছবি দেখা গিয়েছে। খরচ বাঁচাতে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি কম লোক দিয়ে কাজ করানোয় এই বিভ্রাট বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য রঞ্জন সরকার বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকেরদের বেশি সংখ্যক লোক নিয়ে কাজ করার অনুরোধ করেছেন। রঞ্জনবাবু বলেন, 'আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়েছে।'

গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি বাগডোগরা এলাকায়ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। বিনা নোটিশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিষেবা বন্ধ থাকছে। বাগডোগরা এলাকায় রাতে পরিষেবা ব্যাহত হলে মধ্যরাত কিংবা ভোরের আগে স্বাভাবিক হচ্ছে না। কোনও কোনও দিন দিনের বেলায়ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে, বৃহস্পতিবারও শিলিগুড়ি শহরের হাকিমপাড়া, বাগরাকোট, টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকা সহ একাধিক এলাকায় বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। এদিন বাগরাকোট এলাকায় দুজনকে বিদ্যুতের খুঁটিতে কাজ করতে দেখা যায়। বিকেলের পর এলাকায় পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির খামখেয়ালিপনায় ছাত্রছাত্রী, অফিসের কর্মীদেরও সমস্যা হচ্ছে। অনেক অফিসেই ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ হচ্ছে। বাকিদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট হওয়ায় তাঁরা বাড়িতে কম্পিউটারে কাজ করতে পারছেন না। বিভ্রাট হওয়ায় ফোনে চার্জ থাকছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীদেরও ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে। রক্ষাপদ পোদ্দার নামে বাগডোগরার বাসিন্দা বলেন, 'প্রতিদিনই কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। আগাম নোটিশ নেই। ছেলেমেয়েদের অনলাইন ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে।'

Eastern Himalaya Travel & Tour Operators' Association
EHTTOA
Eastern Himalaya Travel & Tour Operators' Association
Largest Travel Forum of
East & North East India
www.easternhimalaya.org
Call For Enquires
9832060380 | 9832060334 | 9434222328

EGGLESS
Order online :
zomato
9775523888
Chini kum Chai
Veg Outlet
Home Made Concept
Minimum Order Time : 10 minutes
Moms Bake
Siliguri
Fresh & Delicious
HOME MADE
Bakery
9832927785
ONE HOUR DELIVERY
www.momsbake.com/www.chinikumchai.com

Eastern Himalaya Travel & Tour Operators' Association
EHTTOA
EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
THE EASTERN MEADOWS
Government Recognized Tour Operator
09434222328 / 09749888408
www.visiteasternmeadows.com
A-5, Co-Operative Super Market,
Pradhan Nagar, Siliguri